ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বোর্ডসভার কার্যবিবরণী।

তারিখ ঃ ১২ অক্টোবর, ২০০৯
স্থান ঃ সভাকক্ষ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
সভাপতি ঃ কর্ণেল তানভির হাসান মজুমদার
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

(১) ক্যাপ্টেন ইয়াহ্ইয়া সৈয়দ (সি), এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন — উপস্থিত
অধিনায়ক
বিএনএস হাজী মহসিন
ঢাকা সেনানিবাস।
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

(২) গ্রুপ ক্যাপ্টেন শাহনেওয়াজ, এনডিসি, পিএসসি, জিডি(এন) — উপস্থিত
অধিনায়ক (প্রশাসনিক শাখা)
বিমানবাহিনী ঘাঁটি বাশার
ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৩) লেঃ কর্ণেল মোঃ নজরুল ইসলাম — অনুপস্থিত
সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

(৪) মেজর এ কে এম শহীদুল হাসান — উপস্থিত
স্টেশন হেলথ অফিসার
প্রতিনিধি, কমান্ড্যান্ট
সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৫) জনাব জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী — উপস্থিত
বাসা # ৪৯/সি, শহীদ বদিউজ্জামান রোড
ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

(৬) লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোঃ সামসুদ্দিন আহমেদ — উপস্থিত
৩৪৬, বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৭) শাহে এলিদ মাইনুল আমিন — উপস্থিত
সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়, ঢাকা
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

এছাড়া সভায় বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন ব্রিগেঃ জেনাঃ আহমেদ ইমরুল কায়েস, এনডিইউ, পিএসসি (অবঃ), সেক্রেটারী, বনানী ডিওএইচএস পরিষদ, মেজর খন্দকার নুরুল আফসার (অবঃ), সেক্রেটারী, মহাখালী ডিওএইচএস পরিষদ, লেঃ কর্নেল এম আব্দুর রব (অবঃ), সেক্রেটারী, বারিধারা ডিওএইচএস পরিষদ এবং লেঃ কর্নেল মোঃ শায়েরুজ্জামান, পিএসসি (অবঃ), সেক্রেটারী, মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ

চলমান পাতা-২

সভার শুরুতেই উপস্থিত সদস্য এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভায় আলোচ্যসূচীর উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ঃ-

আলোচ্যসূচী-১ ঃ গত ৩০ আগস্ট, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও দৃঢ়করণ।

আলোচনা ঃ গত ৩০ আগস্ট, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উক্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সভায় সর্বসম্মত মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ গত ৩০ আগস্ট, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনান্তে দৃঢ়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ আগস্ট, ২০০৯ মাসের রাজস্ব আদায়/বকেয়ার হালনাগাদ তথ্যাদি অবলোকন।

আলোচনা ঃ বিষয়টির উপর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আগস্ট, ২০০৯ মাসে গৃহকর বাবদ ক্যান্ট বাজার এলাকা থেকে ১,৫৬,২৪০/- টাকা, ডিওএইচএস বনানী এলাকা থেকে ১,২৮,৫৫৭/- টাকা, ডিওএইচএস মহাখালী এলাকা থেকে ২,০১,১০৯/- টাকা, ডিওএইচএস বারিধারা এলাকা থেকে ৪,৮৫,০৪৮/- টাকা, ডিওএইচএস মিরপুর এলাকা থেকে ১৪,৬৮৫/- টাকা এবং কচুক্ষেত এলাকা থেকে ৩৭,৬৭৬/- টাকা আদায় হয়েছে। এছাড়াও রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের দোকান ভাড়া বাবদ আগস্ট, ২০০৯ মাসে ১১,৩৩,৯৭৫/- টাকা আদায় হয়েছে। সভায় বোর্ডের রাজস্ব আদায়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। তবে কচুক্ষেত এলাকার বকেয়া গৃহকর আদায়ে আরো উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আগস্ট, ২০০৯ মাসের রাজস্ব আদায়/বকেয়ার বিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ আগস্ট, ২০০৯ মাসের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অবলোকন।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, আগস্ট, ২০০৯ মাসে আয় হয়েছে ১,৭২,২৮,৬৮৬/৯৮ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১,৫২,৭৯,৬১৭/- টাকা।

সিদ্ধান্ত ঃ আগস্ট, ২০০৯ মাসের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৪ ঃ ২০০৮-২০০৯ আর্থিক সালের বাৎসরিক হিসাব অবলোকন।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। আলোচনায় জানা যায় যে, ২০০৮-২০০৯ আর্থিক সালে বিভিন্ন স্থানীয় উৎস হতে বোর্ডের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১২,৪৫,৫৮,০০০/- টাকা। প্রকৃত পক্ষে আয় হয়েছে ১৩,২৮,১৬,২১৬/১৩ টাকা। বোর্ডের স্থানীয় আয়, ডিওএইচএসসমূহ হতে আয় ও বিশেষ অনুদান ও সাধারণ অনুদানসহ সর্বমোট ৪৫,৪৫,২২,১৮২/- টাকার বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অবলোকন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০০৮-২০০৯ আর্থিক সারের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অনুমোদন করা হলো। পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রেরণ করা হোক।

আলোচ্যসূচী-৫ ঃ আগস্ট, ২০০৯ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অবলোকন।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, আগস্ট মাসে সেনানিবাসের কয়েকটি পয়েন্টে পানির নমুনা Unsatisfactory পাওয়া গিয়েছিল। যা প্রতিকারের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মশার উপদ্রব কমানোর জন্য স্টেশন হেলথ অর্গানাইজেশন কর্তৃক ব্রিডিং স্পটগুলোতে নিয়মিত মশক নিধন ঔষধ দেয়া হচ্ছে মর্মে স্টেশন হেলথ অফিসার জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ ঢাকা সেনানিবাস, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা ও ডিওএইচএসসমূহে মশার বিস্তার রোধে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস পরিষদ এবং স্টেশন হেলথ অর্গানাইজেশন কর্তৃক সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। আগস্ট, ২০০৯ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অনুমোদন করা হলো।

চলমান পাতা-৩

আলোচ্যসূচী-৬ ঃ ঢাকা সেনানিবাসস্থ নিম্নবর্ণিত প্লট/ফ্ল্যাট নামজারী প্রসংগে ঃ-

ক্রমিক নং	প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও এলাকার নাম	আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও তারিখ	ডিজিএফআই এর ছাড়পত্র নম্বর ও তারিখ	বিক্রয়/হস্তান্তর অনুমতি পত্রের নং ও তারিখ	মন্তব্য
(১)	বাড়ী#১৫/সি, রোড#২, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	(১) জনাব মোহাম্মদ ফারুক খান, (২) কানতারা খালেদা খান ও (৩) কারীনা খালেদা খান, ১৫/সি, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। তাং- ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৯	-	০২ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-১৫/সি/১৯৪ নং পত্র।	রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতা।
(২)	বাড়ী#১৩, রোড#১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	জনাব নূর মোহাম্মদ মামুন বাড়ী#১৫/এ, রোড#৩ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	নং-১৩০০/১২০/৫৭/৫ তাং-০৬/১২/২০০৬	৩০ জুন, ২০০৭ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-১৩/১০৬ নং পত্র।	রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতা।
(৩)	বাড়ী#১৬/এইচ, ফ্ল্যাট#এ/৫, রোড#২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	জনাব শেখ খোরশেদ আলী বাড়ী#১৬/এইচ, ফ্ল্যাট#এ/৫, রোড#২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। তাং-২০/৮/২০০৯	নং- ১৩০০/১২০/৫৭/৫/গ তাং- ০৪/৫/২০০৯	০৭ জুন, ২০০৯ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-১৬/এইচ/ফ্ল্যাট নং-এ/৫/১৮ নং পত্র।	রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতা।
(৪)	বাড়ী#২৩, ফ্ল্যাট#৪, রোড#৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	মিসেস আঞ্জুমান নাহার বাড়ী#১০/বি, রোড#৫৩, গুলশান মডেল টাউন, গুলশান-২, ঢাকা। তাং- ০২/৯/২০০৯	নং- ১৩০০/১২০/৫৭/৫ তাং- ২৪/১২/২০০৮	১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-২৩/ফ্ল্যাট নং-৪/২৬ নং পত্র।	রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতা।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১৫/সি ও ১৩ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ী এবং ১৬/এইচ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর এ/৫ নং ফ্ল্যাট ও ২৩ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ৪ নং ফ্ল্যাটটি বোর্ডসভার অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট ক্রেতাদের অনুকূলে ইতোপূর্বে বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক উল্লেখিত প্লটসমূহ ও ফ্ল্যাটটি রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে বিক্রয় করা হয়। ফ্ল্যাট ও প্লটসমূহের অননুমোদিত নির্মাণ নিয়মিতকরণ করা হয়েছে এবং হালনাগাদ গৃহকর পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে সভাকে জানানো হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতাগণের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট প্লটগুলি অবিভাজ্য অবস্থায় ও ফ্ল্যাট গুলি নামজারী করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১৫/সি এবং ১৩ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ী অবিভাজ্য অবস্থায় এবং ১৬/এইচ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর এ/৫ নং ফ্ল্যাট ও ২৩ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ৪ নং ফ্ল্যাটটি রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে হস্তান্তর হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ক্রেতাগণের নামে নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-৭ ঃ ডিওএইচএসসমূহের জন্য গৃহকর নির্ধারণের নীতিমালার বিষয়ে সেনাসদর, কিউএমজি শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তরের ৩১ আগস্ট, ২০০৯ তারিখের ৩৯১৭/৮/১/ডিওএইজএস/এমকিউ-২ নং পত্র প্রসংগে।

আলোচনা ঃ ডিওএইচএসসমূহের জন্য গৃহকর নির্ধারণের নীতিমালার বিষয়ে সেনাসদর, কিউএমজি শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তরের ৩১ আগস্ট, ২০০৯ তারিখের ৩৯১৭/৮/১/ডিওএইজএস/এমকিউ-২ নং পত্রের উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। বিষয়টি আরো পর্যালোচনার জন্য পরবর্তী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টি আগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা হোক।

চলমান পাতা-৪

আলোচ্যসূচী-৮ ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ০১(এক) বছর মেয়াদী ৮/২১, সিঁড়ি-১ ও ২ নং দোকান ০৩(তিন)টি পরবর্তী এক বছরের জন্য পুনঃ বরাদ্দ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ৮/২১ নং দোকানটি ০১(এক) বছর মেয়াদী এবং সিঁড়ি-১ ও ২ নং দোকান দু'টি ০৫(পাঁচ) বছর মেয়াদী। রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে যেহেতু একটি বহুতল বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন আছে সেহেতু উল্লেখিত দোকানগুলি ০৩(তিন) বছর মেয়াদে নির্ধারিত সালামীতে পুনঃবরাদ্দ করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ৮/২১, সিঁড়ি-১ ও ২ নং দোকান ০৩(তিন)টি মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ হতে পরবর্তী ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা সালামীতে পুনঃ বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-৯ ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ১৩/১৬ নং দোকানের বরাদ্দ বাতিল আদেশ রহিতকরণ এবং জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে বিকল্প স্থান বরাদ্দ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের ১৩/১৬ নং দোকানের ১০´×১৫´ জায়গা জনাব শাহ্ মোঃ মানিকের নামে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ০২ জুলাই, ২০০৫ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃগঃসুঃমাঃ/হার্ডস্ট্যান্ড-১/৪ নং পত্রের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত স্থানে তিনি নিজ ব্যয়ে একটি দোকান ঘর নির্মাণ করে জেনারেটর ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। গত ২০ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার আলোচ্যসূচী-১৪ এর 'গ' সিদ্ধান্তে উক্ত দোকানের বরাদ্দ বাতিল পূর্বক দোকানটি জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের নামে অস্থায়ী ভিত্তিতে ০১(এক) বছর মেয়াদে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জাহাঙ্গীর আলম বোর্ডের নিয়মানুযায়ী সালামী বাবদ ১৫,০০০/- টাকা জমাও করেছেন। অতঃপর জনাব মোঃ শাহ্ মানিক উক্ত ১৩/১৬ নং দোকানের বরাদ্দ বাতিল আদেশ রহিত করণের জন্য আবেদন জানান। সে মোতাবেক গত ০২ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখে মিনিটশীটের মাধ্যমে সভাপতি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উল্লেখিত বরাদ্দ বাতিল আদেশ রহিত পূর্বক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে ৮/২২ নং দোকানের উত্তর পার্শ্বে ২০´×৯´ জায়গা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের ১৩/১৬ নং দোকানটি জনাব মোঃ শাহ মানিক-কে ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা সালামীতে এবং জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম-কে ১৩/১৬ নং দোকানের পরিবর্তে ৮/২২ নং দোকানের উত্তর পার্শ্বে ২০´ × ৯´ খালি জায়গা ০৩(তিন) বছরের জন্য বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উল্লেখ্য যে, ১৩/১৬ নং দোকানের জন্য জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক প্রদত্ত সালামী নতুন বরাদ্দকৃত স্থানের সালামী হিসেবে সমন্বয় করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-১০ ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের দোকান ভাড়ার নীতিমালা প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে দোকান বরাদ্দের নীতিমালা অনুযায়ী দোকান ভাড়া/উপ-ভাড়া দেয়ার বিধান নেই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে উক্ত মার্কেটে দোকান বরাদ্দ গ্রহীতাদের মধ্যে অধিকাংশই নিজে ব্যবসা না করে ব্যবসায়ীদের নিকট উচ্চ মূল্যে দোকান ভাড়া দিয়েছেন এবং বছর বছর দোকান ভাড়া বৃদ্ধিসহ যখন-তখন ব্যবসায়ীদের দোকান হতে উচ্ছেদ করে দিচ্ছেন। যার ফলে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে নানা বিশৃঙ্খলাসহ দ্রব্যমূল্যও সহনীয় রাখা যাচ্ছে না। বিষয়টি সমাধা কল্পে দোকান মালিক এবং ব্যবসায়ীদেরকে একটি কাঠামোবদ্ধ নীতিমালার মধ্যে আনা প্রয়োজন মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। সে লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের দোকান মালিক, ব্যবসায়ী, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও স্টেশন সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে দোকান ভাড়ার নীতিমালা প্রণয়নের জন্য মার্কেটের ০২(তিন) জন দোকান মালিক, ০৩(তিন) জন ব্যবসায়ী, স্টেশন সদর দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের একজন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা আগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা হোক।

চলমান পাতা-৫

আলোচ্যসূচী-১১ ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে দোকান বরাদ্দের নীতিমালা অনুমোদন প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে বহুতল বিশিষ্ট একটি আধুনিক মার্কেট নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের উত্তর পার্শ্বে ওয়াসার নিকট হতে উদ্ধাকৃত জমিতে একটি ০৬(ছয়) তলা বিশিষ্ট মার্কেটের নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে মর্মে বোর্ডকে জানানো হয়। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, দোকান বরাদ্দের সালামী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দ্বারাই উক্ত মার্কেট নির্মাণ করা হবে। এ প্রেক্ষিতে উক্ত মার্কেটে দোকান বরাদ্দের একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। ইতোপূর্বে দোকান বরাদ্দের জন্য একটি নীতিমালা সকল বোর্ড সদস্যগণকে দেয়া হয়েছিল। সর্ব সম্মতিক্রমে উক্ত নীতিমালা অনুমোদনের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে দোকান বরাদ্দের নীতিমালাটি নিম্নবর্ণিতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ঃ-

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের দোকান বরাদ্দের নীতিমালা

১। বোর্ড কর্তৃক দোকান বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

২। বর্তমানে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে ব্যবসারত ব্যবসায়ীগণ (কেবল মাত্র বরাদ্দ প্রাপক) দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

৩। দোকান বরাদ্দের আবেদনপত্রের সংগে সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখা হতে সোনালী ব্যাংক, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট শাখার উপর **"ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট"** এর অনুকুলে বুকিং মানি হিসেবে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংযুক্ত করতে হবে। যে সকল আবেদনকারীর আবেদন দোকান বরাদ্দের জন্য বিবেচিত হবে না বা দোকান বরাদ্দ লাভে অনাগ্রহ প্রকাশ করবেন তাদের জমাকৃত টাকা যথাসময়ে ফেরত দেয়া হবে।

৪। আবেদনপত্রের সংগে ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার/ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক ও নাগরিকত্ব সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

৫। প্রতিটি দোকান/স্পেস /ফ্লোর ১০ (দশ) বছরের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ হওয়ার পর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বিবেচনা সাপেক্ষে বরাদ্দপ্রাপক-কে সর্বমোট সালামীর ১৫% অর্থ নবায়ন ফি হিসেবে বোর্ডে জমাপ্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী ১০(দশ) বছরের জন্য দোকান/স্পেস/ফ্লোর পুনঃ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। নবায়নোত্তর ১০ বছর পর দোকান/স্পেস এর সালামীর সংগে নবায়ন ফি যোগ করে তার উপর ১০% হারে নবায়ন ফি প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী ১০ বছরের জন্য বরাদ্দ নবায়ন করা হবে। এই নিয়মে পরবর্তী প্রতি ১০ বছর অন্তর অন্তর নবায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৬। যে সকল আবেদনকারীর আবেদন দোকান বরাদ্দের জন্য বিবেচিত হবে তাদের প্রাথমিক বরাদ্দ প্রদানের পরবর্তী মাস থেকে দুই মাস পর পর সমান ০৮(আট) টি কিস্তিতে সর্বমোট সালামীর ৮০% অর্থ পরিশোধ করতে হবে। অবশিষ্ট ২০% অর্থ চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র গ্রহণের সময় পরিশোধ করতে হবে। কোন বরাদ্দ প্রাপক পরপর ০৩ (তিন) কিস্তির অর্থ সময়মত পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রতি কিস্তির জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে।

৭। আবেদনের সাথে প্রদত্ত অর্থ চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র গ্রহণের সময় প্রদেয় সালামীর অবশিষ্ট ২০% অর্থের সংগে সমন্বয় করা হবে।

৮। কিস্তির অর্থ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল অথবা যে কোন কিস্তির অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে আবেদনের সাথে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে এবং দোকান/স্পেস/ফ্লোর বরাদ্দ বাতিল করা হবে।

৯। আবেদনের সাথে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হলে সেক্ষেত্রে কিস্তি হিসেবে প্রদত্ত অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে।

চলমান পাতা-৬

১০। প্রত্যেক দোকানের জন্য আলাদাভাবে দর উল্লেখ করতে হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে দোকান বরাদ্দের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হবে। সুপার মার্কেটের নিচতলায় প্রতি বর্গফুট স্পেসের জন্য কমপক্ষে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা ও ২য় তলায় প্রতি বর্গফুট ১৪,০০০/- (চৌদ্দ হাজার) টাকা এবং ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলায় যথাক্রমে ১৩,০০০/- (তের হাজার) টাকা, ১২,৫০০/-(বার হাজার পাঁচশত) টাকা, ১২,০০০/-(বার হাজার) টাকা ও ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হিসেবে দোকান/স্পেস/ফ্লোর এর সাথে সালামী প্রদান করতে হবে। চূড়ান্ত বরাদ্দ প্রদানের পূর্বে বর্ণিত সালামীর হার কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় পরিবর্তন করতে পারবেন। অথবা আবেদনে দোকান নম্বর উল্লেখ করে প্রদেয় দর লিখিতভাবে দিতে হবে। সর্বোচ্চ দর দাতার অনুকূলে দোকান বরাদ্দ দেয়া হবে। তবে একই দোকানের জন্য একাধিক দরদাতার দর সমান হলে লটারীর মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা হবে। দোকান বরাদ্দ প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো ঃ-

দোকান বরাদ্দ কমিটি

০১।	সিএমইএস (আর্মি), সভাপতি, বাজার কমিটি	-	সভাপতি
০২।	ষ্টেশন কমান্ডার কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য
০৩।	নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা ক্যান্ট বোর্ড	-	সদস্য
০৪।	রেভিনিউ অফিসার, ঢাকা ক্যান্ট বোর্ড	-	সদস্য
০৫।	ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্ট	-	সদস্য সচিব

১১। সুপার মার্কেটে প্রতি বর্গফুট ০৮ (আট) টাকা হিসেবে মাসিক ভাড়া প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে বোর্ডের রাজস্ব শাখায় জমা দিতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে ১০ তারিখের পর প্রতিদিনের জন্য ৫ (পাঁচ টাকা) হারে জরিমানা ভাড়ার সংগে প্রদান করতে হবে ।

১২। প্রতিটি দোকানের জন্য একটি করে বৈদ্যুতিক মিটার থাকবে। মিটার অনুযায়ী বরাদ্দ প্রাপক নিজ দায়িত্বে বিদ্যুত বিল নিয়মিত পরিশোধ করবেন ।

১৩। *এয়ার কনিডশন*, লিফট ও এসকেলেটর স্থাপন করা হলে এর সার্ভিস চার্জ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে বোর্ডের রাজস্ব শাখায় জমা দিতে হবে। এখানে সার্ভিস চার্জ বলতে বিদ্যুৎ বিল এবং লিফটম্যান/এসকেলেটর অপারেটরের বেতন বাবদ প্রদেয় অর্থকে বুঝাবে।

১৪। আবেদন করার পর অথবা এক বা একাধিক কিস্তির অর্থ জমা দেয়ার পর আবেদনকারীর পারিবারিক কোন বিপর্যয় বা অন্য কোন অনিবার্য কারণে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার প্রদত্ত অর্থ বোর্ডের অনুমতিক্রমে ফেরত দেয়া হবে ।

১৫। সুপার মার্কেটের প্রত্যেক ফ্লোরে যে ধরনের ব্যবসার জন্য নির্ধারিত সে ধরনের ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসা করা যাবে না। তবে বোর্ডের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে ট্রেড পরিবর্তন করা যেতে পারে।

১৬। মার্কেটের কমন স্পেসের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ রক্ষণবেক্ষণের নিমিত্ত বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রতি মাসে বোর্ডের রাজস্ব শাখায় জমা দিতে হবে ।

১৭। মার্কেটের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ প্রাপকগণকে বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে ধার্যকৃত হারে মাসিক চাঁদা বোর্ডের রাজস্ব শাখায় জমাদিতে হবে।

১৮। ষ্টেশন সদর দপ্তর কিংবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কোন কর্মকর্তা কর্মচারী নিজে কিংবা তাঁর কোন আত্মীয়ের নামে ইতোপূর্বে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে ব্যবসার নিমিত্ত দোকান বরাদ্দ/কোন জমি ভাড়া পেয়ে থাকলে তিনি নির্মিতব্য মার্কেটে ১৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সুবিধার আওতায় কোন দোকান বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

১৯। মোট দোকানের ১৫% সামরিক কোটায় যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দ প্রদানের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে উক্ত দোকানসমূহের সালামী দোকান প্রতি আনুপাতিক নির্মাণ ব্যয়ের কমপক্ষে ১০% অধিক হতে হবে। অনুরূপভাবে মোট দোকানের ১০% ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক বরাদ্দের জন্য পূর্বোক্ত সালামীর বিনিময়ে সংরক্ষিত থাকবে। সংরক্ষিত দোকানসমূহের নম্বর ও অবস্থান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

চলমান পাতা-৭

২০। বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ১৫(পনের) দিনের মধ্যে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে বোর্ডের সংগে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিপত্র সম্পাদন ব্যতিরেকে ব্যবসা শুরু করা যাবে না।

২১। দোকান/স্পেস/ফ্লোর বরাদ্দের আবেদন ফরম নগদ ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকার বিনিময়ে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা থেকে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদন ফরম জমা দেয়ার সময় রশিদ সংযুক্ত করতে হবে।

২২। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড দোকান/স্পেস/ফ্লোর বরাদ্দ সংক্রান্ত যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ কিংবা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। আবেদন বাতিল হলে সেক্ষেত্রে এর বিপরীতে জমাকৃত অর্থ ফেরত দেয়া হবে।

২৩। সুপার মার্কেটে যে কোন ফ্লোরে ব্যবসার ধরন পরিবর্তনের ক্ষমতা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সংরক্ষণ করে ।

২৪। কোন আবেদনকারী তাঁর প্রার্থিত ট্রেড অনুয়ায়ী দোকান বরাদ্দ না পেলে সংশ্লিষ্ট ফ্লোরে দোকান খালি থাকা সাপেক্ষে এবং ঐ ফ্লোরের জন্য নির্ধারিত ট্রেড অনুযায়ী অন্য কোন ট্রেড- এর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

২৫। বর্তমান যারা রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে বৈধভাবে ব্যবসা করছেন এবং দোকান নির্মাণের কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হলে তাঁরা কোন দোকানের বিপরীতে সর্বোচ্চ প্রদত্ত দরের ১৫% কম দরে দোকান পাবেন। এরূপ ক্ষতিগ্রস্থ দোকানদারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দোকান বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

২৬। বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকানে কোন অসামাজিক/অবৈধ/সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে বরাদ্দ বাতিল হবে ।

২৭। উক্ত মার্কেটে দোকান হস্তান্তর/বিক্রয়ের পূর্বে অবশ্যই বোর্ডের অনুমতি গ্রহন করতে হবে। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হস্তান্তর অনুমতি ফি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ও উত্তরাধিকার/দান এর ক্ষেত্রে ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে। নামজারী ফি বাবদ বিক্রয় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা এবং দান/উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে।

২৮। মার্কেটের দোকান বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উপ-ভাড়া দেয়া যাবে না। বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে উপ-ভাড়া দেয়া যাবে, সেক্ষেত্রে ক্যান্টঃ বোর্ডে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ফি প্রদান করতে হবে ।

২৯। যথাযত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্ত নিরাপত্তা ছাড়পত্র ব্যতিরেকে অথবা সেনানিবাসের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ কোন ব্যক্তিকে দোকান বরাদ্দ প্রদান করা হবে না।

৩০। অসম্পূর্ণ আবেদন/দরপত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

আলোচ্যসূচী-১২ ঃ ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএস বনানী, মহাখালী, বারিধারা, মিরপুর ও সেনানিবাস বর্ধিত এলাকায় বাড়ী নির্মাণের নিমিত্তে নিম্নোক্ত নকশাসমূহ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ-

ক্রমিক নং	মালিকের নাম	প্লট নম্বর	এলাকার নাম	মন্তব্য
(১)	বিএ-২০৭৯ ব্রিগেঃ জেনাঃ আবুল বাশার ইমামুজ্জামান, পিএসসি	৫৮৯	মিরপুর ডিওএইচএস	দুইটি প্লটে যৌথভাবে ০৬(ছয়) তলা নতুন ভবন
	বিএ-১১০০৯৯ লেঃ কর্ণেল এ ইউ এম সাদউল্লাহ	৫৮৭		
(২)	বিএ-১২৯৯ মেজর লুৎফুল কবির ভূঁইয়া	১৭৯	মিরপুর ডিওএইচএস	০৬(ছয়) তলা নতুন ভবন
(৩)	বিএসএস-১৪৮৭ লেঃ কর্ণেল মোঃ কাদেরুজ্জামান (অবঃ)	২৪৫	মিরপুর ডিওএইচএস	সংশোধিত দুইটি প্লটে যৌথভাবে ০৬(ছয়) তলা ভবন (আভ্যন্তরীন পরিবর্তন)
	বিএসএস-১৭৭১ লেঃ কর্ণেল মোঃ মাহফুজ হোসেন (অবঃ)	২৯৮		
(৪)	বিএ-১৯০২ ব্রিগেঃ জেনাঃ এ কে এম মাহফুজুল হক	৬৫৭	মিরপুর ডিওএইচএস	০৬(ছয়) তলা নতুন ভবন
(৫)	বিএ-১০০২৫৭ ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা	৬৩৬	মিরপুর ডিওএইচএস	দুইটি প্লটে যৌথভাবে ০৬(ছয়) তলা নতুন ভবন
	বিএ-১৭৩৫ মেজর (অবঃ) মোঃ ইউনুস আলী	৬৩৮		
(৬)	বিএ-১৯৬৬ লেঃ কর্ণেল হেলাল উদ্দিন আহমেদ, পিএসসি	৪৩৪	মিরপুর ডিওএইচএস	০৬(ছয়) তলা নতুন ভবন
(৭)	জনাব রিয়াজ উদ্দিন আল মামুন	৬৭	বনানী ডিওএইচএস	সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা ভবন নির্মাণ (পুরাতন ২য় তলা ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ)

চলমান পাতা-৮

ক্রমিক নং	মালিকের নাম	প্লট নম্বর	এলাকার নাম	মন্তব্য
(৮)	মিসেস ইসমত আরা ইরানী ও জনাব ইনতেখাব জামান	৮০/এ	বনানী ডিওএইচএস	সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা ভবন নির্মাণ (পুরাতন ২য় তলা ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ)
(৯)	পি নং- ৫৪ ক্যাপ্টেন মোঃ আব্দুল বাছেত (অবঃ)	৪৬৯	মহাখালী ডিওএইচএস	সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা ভবন নির্মাণ (পুরাতন ৪ তলা ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ)
(১০)	বিএসএস-৭৪৭ লেঃ কর্ণেল মোঃ মোস্তফা কামাল (অবঃ)	১৯৮	বারিধারা ডিওএইচএস	সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা ভবন (৩য় তলার উপর ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণ)

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, উল্লেখিত ১০ (দশ)টি নকশা সেনানিবাস (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন মোতাবেক কারিগরীভাবে সঠিক আছে।

গৃহীত সিদ্ধান্ত ঃ ক্রমিক নং-১ থেকে ৬ এ উল্লেখিত মোট ০৬(ছয়)টি নকশা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং ক্রমিক নং-৭, ৮, ৯ ও ১০ এ উল্লেখিত নকশাগুলোর জন্য রাস্তার ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ জমা সাপেক্ষে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-১৩ ঃ কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-২২০ নং প্লটে অনুমোদিত নকশা মোতাবেক বাড়ী নির্মাণের সময়সীমা বর্ধিত করণ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকাস্থ সিবি-২২০ নং হোল্ডিং এ বাড়ী নির্মাণের জন্য অত্র দপ্তরের ২৪ আগস্ট, ২০০০ তারিখের ঢাক্যাবো/জেনারেল/প্লট নং-১০৫(অংশ) লালাসরাই/১৫ নং পত্রের মাধ্যমে নকশা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নকশার শর্ত অনুযায়ী বাড়ী নির্মাণের সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উক্ত প্লটে অদ্যাবধি বাড়ী নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়নি। সম্প্রতি উক্ত প্লটের মালিক বাড়ী নির্মাণের জন্য অনুমতি চেয়ে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-২২০ নং প্লটে বাড়ী নির্মাণের নিমিত্ত রাস্তার ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে ৩০ নভেম্বর, ২০১০ তারিখ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-১৪ ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের মূল্যানুমান অনুমোদন প্রসংগে ঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	এমইএস সিডিউল অব রেইটস্, ২০০৭ মোতাবেক মূল্যানুমান	মন্তব্য
(১)	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকায় ইস্টার্ণ রোড কার্পেটিং কাজ।	১৫,২৯,৬৯৩/- টাকা	বারিধারা ডিওএইচএস উন্নয়ন তহবিল
(২)	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ৩ নং রোডের (পূর্ব) উচ্চতা বৃদ্ধিসহ কার্পেটিং কাজ।	১৫,৬০,২১০/- টাকা	-ঐ-
(৩)	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ৩ নং রোডের (পশ্চিম) উচ্চতা বৃদ্ধিসহ কার্পেটিং কাজ।	১১,৪৯,৮১২/- টাকা	-ঐ-
(৪)	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ৪ নং রোডের (পূর্ব) উচ্চতা বৃদ্ধিসহ কার্পেটিং কাজ।	১৫,৬০,২১০/- টাকা	-ঐ-
(৫)	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ৪ নং রোডের (পশ্চিম) উচ্চতা বৃদ্ধিসহ কার্পেটিং কাজ।	৯,৫৮,৩৮০/- টাকা	-ঐ-
(৬)	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ৫ নং রোডের (পূর্ব) উচ্চতা বৃদ্ধিসহ কার্পেটিং কাজ।	১৫,৬০,২১০/- টাকা	-ঐ-
(৭)	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ৮ নং রোডের (পূর্ব) উচ্চতা বৃদ্ধিসহ কার্পেটিং কাজ।	১৮,৪৮,১১৮/- টাকা	-ঐ-
(৮)	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ৮ নং রোডের (পশ্চিম) উচ্চতা বৃদ্ধিসহ কার্পেটিং কাজ।	১৪,২৮,১৩২/- টাকা	-ঐ-
(৯)	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ৮/এ, ৮/বি ও ৮/সি নং রোডের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ কার্পেটিং কাজ।	১৮,১৬,০৯৮/- টাকা	-ঐ-
(১০)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫২/এ নং প্লটের ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্টাফ কোয়ার্টারের বিদ্যমান ২য় তলার উপর ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণ কাজ।	৩য় তলা- ৩০,৬৮,০৮০/- টাকা ৪র্থ তলা- ৩১,৭০,২৪৪/- টাকা	অনুদান
(১১)	সেনাপল্লী হাই স্কুলের নতুন অংশের বিদ্যমান নিচ তলার উপর দোতলা নির্মাণ।	৪৫,৫১,১৪৩/- টাকা	অনুদান
(১২)	সেনাপল্লী হাই স্কুলের বাৎসরিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	১,৪১,০৫৭/- টাকা	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত

চলমান পাতা-৯

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	এমইএস সিডিউল অব রেইটস্, ২০০৭ মোতাবেক মূল্যানুমান	মন্তব্য
(১৩)	(ক) মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার ২য় ধাপে ৪-০´´ ডায়া আরসিসি পাইপ ড্রেনের (প্লট নং-৬১৮ হতে ৯১৬ পর্যন্ত) স্থাপন নির্মাণ কাজ (পূর্ব পার্শ্ব)। (খ) মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার ২য় ধাপে ৪-০´´ ডায়া আরসিসি পাইপ ড্রেনের (প্লট নং-৬১৮ হতে ৯১৬ পর্যন্ত) স্থাপন নির্মাণ কাজ (পশ্চিম পার্শ্ব)।	৩১,৮৫,০৩৭/- টাকা ২৯,৫০,৮৪৩/- টাকা	মিরপুর ডিওএইচএস উন্নয়ন তহবিল
(১৪)	মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার পশ্চিম পার্শ্বে পুকুরের পূর্ব পার্শ্বে ১৩ নং রোড (৫৫৫ নং প্লট সংলগ্ন) নির্মাণ কাজ।	১৭,৪৪,০৬৩/- টাকা	মিরপুর ডিওএইচএস উন্নয়ন তহবিল
(১৫)	আদর্শ বিদ্যানিকেতন, মানিকদীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ২য় তলা নির্মাণ।	২৯,০৮,৯০৩/- টাকা	অনুদান
(১৬)	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের দোকান নং-১ হতে ২০ পর্যন্ত বিদ্যমান পাকা দোকানের নিচ তলার উপর ২য় তলায় ডাক্তার চেম্বার নির্মাণ।	৮১,৪৩,০০০/- টাকা	সালামী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হতে
(১৭)	শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ও কলেজের বাৎসরিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ঃ- (ক) স্কুল (খ) কলেজ	 ১,৭৫,০০০/- টাকা ১,৭৮,০০০/- টাকা	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত
(১৮)	বনানী ডিওএইচএস এলাকার মাস্টার ড্রেন নির্মাণসহ অন্যান্য রোডে ড্রেন নির্মাণ কাজঃ- (ক) ইষ্টার্ন রোডে ড্রেন নির্মাণ ঃ (খ) ওয়েষ্টার্ন রোডে ড্রেন নির্মাণ ঃ (গ) ১নং রোডে ড্রেন নির্মাণ ঃ (ঘ) ২নং রোডে ড্রেন নির্মাণ ঃ (ঙ) ৩নং রোডে ড্রেন নির্মাণ ঃ (চ) ৪নং রোডে ড্রেন নির্মাণ ঃ (ছ) ৫নং রোডে ড্রেন নির্মাণ ঃ (জ) ৬নং রোডে ড্রেন নির্মাণ ঃ	 ৩৪,৬১,৭৩৬/- টাকা ১৬,৬৪,৪৯৮.৮০ টাকা ১১,১২,০০৪.৭৬ টাকা ৯,৬৮,৬২২.৯৫ টাকা ১০,২৫,২০০.৬৬ টাকা ১০,৮২,০১৯.০১ টাকা ১১,০৮,৯৭৬.০০ টাকা ১১,০২,৯৯৯.০০ টাকা	অনুদান
(১৯)	বনানী ডিওএইচএস এলাকার কমিউনিটি সেন্টার এর মেরামত ও সংস্কার কাজ।	৫,০০,৭৮৬/- টাকা	বিবিধ তহবিল
(২০)	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ৩৩ নং রোড মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	১,২৪,৭৭৮/- টাকা	বিবিধ তহবিল
(২১)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার মুসলিম মডার্ণ একাডেমীর নিকটবর্তী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্টাফ কোয়ার্টারের ২য় ও ৩য় তলা নির্মাণ।	৬৭,৮১,০০৮/- টাকা	অনুদান
(২২)	স্বাধীনতা সরণিতে এ্যাসফাল্ট প্ল্যান্টের সাহায্যে মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	৩,১৫,৯৫,০৯০/- টাকা	অনুদান
(২৩)	মুসলিম মডার্ণ একাডেমীর বাৎসরিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	১,৭৪,১৭৬/- টাকা	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত
(২৪)	মিরপুর ডিওএইচএস এর পশ্চিম পার্শ্বে পলাশ বিল্ডিং সংলগ্ন পুকুরের পানি নিষ্কাশনের জন্য পিভিসি পাইপ স্থাপনের সংশোধিত মূল্যানুমান।	১,৪৭,৭৬৭/- টাকা	মিরপুর ডিওএইচএস উন্নয়ন তহবিল
(২৫)	বনানী ডিওএইচএস এলাকার ১ নং রোড বরাবর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ।	১২,৮৭,১৪৮/- টাকা	অনুদান
(২৬)	ঢাকা সেনানিবাসে সিগন্যাল গেইট হতে বিএএফ গার্ড রুম পর্যন্ত (কুর্মিটোলা) রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	৬৫,৭৬৪/- টাকা	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত
(২৭)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডের পার্শ্ব রোডের (বাড়ী নং-১০৪ হতে ১১১ এর সম্মুখস্থ) ড্রেন নির্মাণ কাজ।	১,৭৭,৭৫০/- টাকা	অনুদান
(২৮)	মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সেবা কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ওয়াসা ভবনের উত্তর পার্শ্বে সেমি-পাকা অফিস ভবন নির্মাণ।	১৫,২৪,৫৯৮/- টাকা	মিরপুর ডিওএইচএস উন্নয়ন তহবিল
(২৯)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৮ নং রোডের ত্রিকোণাকৃতি পার্কের ওয়াল মেরামত, ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও খেলার সামগ্রী স্থাপন।	৭,০৫,৫৬২/- টাকা	বোর্ড ফান্ড
(৩০)	সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীন মেরামত ও রংকরণ কাজ।	১,৯১,১৮২/- টাকা	অনুদান
(৩১)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৬৫/এ (২য় তলা) নং বাসার মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৮০,১০০/- টাকা	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাস এবং ডিওএইচএস এর উপরোল্লিখিত ৩১ (একত্রিশ)টি কাজের মূল্যানুমান যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত ঃ উপরোল্লিখিত ৩১(একত্রিশ)টি কাজের মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। ক্রমিক নং-১২, ১৭, ২৩, ২৬ ও ৩১ এ বর্ণিত কাজগুলোর জন্য দরপত্র আহ্বান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক। অবশিষ্ট ২৬ টি কাজের মূল্যানুমান চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

চলমান পাতা-১০

আলোচ্যসূচী-১৫ ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের Responsive Tender অনুমোদন প্রসংগে ঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদিত মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস, ২০০৭ মোতাবেক	Responsive Tenderer	উদ্ধৃত্ত দর	মন্তব্য
(১)	মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় ২০টি ডাস্টবিন নির্মাণ কাজ।	২,২৬,৪২০/- টাকা	মেসার্স জি এম ট্রেডার্স	২,৬৫,৮০৮/- টাকা	মিরপুর ডিওএইচএস উন্নয়ন তহবিল
(২)	ব্রডওয়ে বিল্ডিং এর সম্মুখে গাড়ী পার্কিং এলাকায় পটহোল মেরামতসহ কার্পেটিং কাজ।	৩,৪৯,১৭৫/- টাকা	মেসার্স স্মরণ এন্টারপ্রাইজ	৪,০৪,৫৬৬/- টাকা	বোর্ড ফান্ড
(৩)	মুসলিম মডার্ণ একাডেমীর উত্তর পার্শ্বে খালি জায়গায় প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের জন্য নির্মিত বাসস্থানে বাউন্ডারী ওয়াল ও নিরাপত্তার জন্য নেটের জালী নির্মাণ কাজ।	৯৭,৭৫৪/- টাকা	মেসার্স মনির এন্ড কোং	১,০৭,০১২/- টাকা	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত
(৪)	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্টাফ কোয়ার্টার ৪৮/এ নং বাসার ৯ নং ফ্ল্যাট (৫ম তলা- দক্ষিণ পার্শ্ব) মেরামত ও সংস্কার কাজ।	৩৯,৯৭৯/- টাকা	মেসার্স এম এইচ এন্টারপ্রাইজ	৪৩,৭৭১/- টাকা	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত
(৫)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪/এ নং প্লটের তিন দিকে রডের নেটের জালী সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	১,০৪,৬৯৩/- টাকা	মেসার্স নয়ন এন্টারপ্রাইজ	১,১৪,৫৯৩/- টাকা	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত
(৬)	ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার এর সরকারী বাস ভবনের দীর্ঘ দিনের পুরাতন রান্না ঘরের ফ্লোর ও দেয়ালে টাইলস্ স্থাপন কাজ।	৪২,২৯১/- টাকা	মেসার্স আমিন ব্রাদার্স	৪৬,১৬২/- টাকা	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত
(৭)	ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার এর সরকারী বাস ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে সলিং রাস্তা নির্মাণ কাজ।	৩০,০৯০/- টাকা	মেসার্স আমিন ব্রাদার্স	৩৪,০৯২/- টাকা	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত
(৮)	মিরপুর সেনানিবাস এলাকায় ময়লা/আবর্জনা ফেলার জন্য ০১(এক)টি বড় ডাস্ট বিন, এমপি চেকপোষ্টের পশ্চিম পার্শ্বে জেসিও'স বাসস্থান এলাকায় ০১(এক)টি এবং ওআর'স বাসস্থান এলাকায় ০২(দুই)টিসহ মোট ০৪(চার)টি ডাস্টবিন নির্মাণ	৯২,৭৯৮/- টাকা	মেসার্স তাহের এন্টারপ্রাইজ	৯৮,৫৪৮/৯৬ টাকা	চলতি রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে

আলোচনা ঃ TEC (Tender Evaluation Committee) কর্তৃক উপরোক্ত কাজগুলির Responsive Tender যাচাই বাছাই করে ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত দরগুলি অনুমোদন করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ উপরোক্ত কাজগুলির বিপরীতে নিম্নোক্তভাবে অনুমোদন করা হলো। ক্রমিক নং-৩ হতে ৭ এ উল্লেখিত ০৫টি মেরামত কাজ বাজেটে অনুমোদিত বিধায় কার্যাদেশ প্রদান করা হোক। অবশিষ্ট কাজগুলির চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক ঃ-

ক্রমিক নং	অনুমোদিত দর	মন্তব্য
১	২,৬৫,৮০৮/- টাকা	
২	৪,০৪,৫৬৬/- টাকা	
৩	১,০৭,০১২/- টাকা	
৪	৪৩,৭৭১/- টাকা	
৫	১,১৪,৫৯৩/- টাকা	
৬	৪৬,১৬২/- টাকা	
৭	৩৪,০৯২/- টাকা	
৮	৯৮,৫৪৮/৯৬ টাকা	

আলোচ্যসূচী-১৬ ঃ মিরপুর ডিওএইচএস এ ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য জায়গা বরাদ্দ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, মিরপুর ডিওএইচএস এ ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য জায়গা বরাদ্দের বিষয়ে সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর, কেন্দ্রীয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাসের ৩১ আগস্ট, ২০০৯ তারিখের বিডি/এলসি/১২৩-১২/২০০৭/১৪৭ নং পত্রের মাধ্যমে বোর্ডের মতামত চাওয়া হয়েছে। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, মিরপুর ডিওএইচএস এর মাস্টার প্ল্যানে প্রদর্শিত স্থানে গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য ওয়াসাকে জমি বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ মিরপুর ডিওএইচএস এর মাস্টার প্ল্যানে ওয়াসার জন্য চিহ্নিত স্থানে (১০৮৮ নং প্লটের নিকটবর্তী) জমি বরাদ্দ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

চলমান পাতা-১১

আলোচ্যসূচী-১৭ ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের স্টোরে রক্ষিত পুরাতন মালামালের MRP অনুমোদন প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের স্টোরে পুরাতন টিউব লাইট, টিউব লাইটের চোখ, পুরাতন স্যুইচ, লাইট সেড, কালির খালি পট ভাংগা চেয়ার টেবিল, খালি ড্রাম, ভ্যান গাড়ী, সাইকেলের অংশ, পুরাতন ভাংগা ঢেউটিন, বিভিন্ন সাইজের পুরাতন এ্যাংগেল ও জিআই পাইপ, ভাঙ্গা দরজা ও জানালার অংশ, পুরাতন ফ্যানের অংশ ইত্যাদি জমা রয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে উক্ত মালামালগুলো বিক্রি করে স্টোর খালি করা প্রয়োজন বিধায় একটি কমিটির মাধ্যমে পুরাতন মালামালের MRP নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক উক্ত মালামালের জন্য ১,৩১,৬৯৭/৫০ (এক লক্ষ একত্রিশ হাজার ছয়শত সাতানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকার MRP নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৭৪ টি আইটেমের মালামালগুলোকে অকেজো ঘোষণা করা হলো এবং নির্ধারণকৃত MRP অনুমোদন করা হলো। জরুরী ভিত্তিতে উক্ত মালামাগুলো নিলামে বিক্রির কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক।

আলোচ্যসূচী-১৮ ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নবর্ণিত মেরামত/প্রকল্পসমূহসসফলভাবে সমাপ্তির পর ০১(এক) বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় জামানত হিসেবে জমাকৃত ফেরত দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জামানত হিসেবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ	ঠিকাদারী ফার্মের নাম
(১)	ঢাকা সেনানিবাসস্থ সেনানিবাস কেন্দ্রীয় মসজিদের এয়ার কন্ডিশনে বহিস্থঃ বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন কাজ।	২,১৯৯/- টাকা	মেসার্স মনি ট্রেডিং কর্পোরেশন
(২)	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিমে গাড়ী পার্কিং এর উত্তরাংশে গাইড ওয়াল নির্মাণ ও হার্ডস্ট্যান্ড নির্মাণ এবং বাজারের একতলা ভবনে অবৈধ প্রবেশ বন্ধের জন্য বারান্দায় দেয়াল নির্মাণ কাজ।	১৭,৫৫৩/- টাকা	মেসার্স তাহের এন্টারপ্রাইজ
(৩)	ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের ঝুঁকিপূর্ণ বাউন্ডারী ওয়াল ভেঙ্গে পুনঃ নির্মাণ ও উত্তর দিকের বাউন্ডারী ওয়াল উঁচুকরণসহ কাটা তার স্থাপন।	৩৪,৪৪৮/- টাকা	মেসার্স আলাউদ্দিন ট্রেডার্স

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনাক্রমে জানা যায় যে, উপরোল্লিখিত ০৩(তিন)টি মেরামত/প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্তির ০১(এক) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ব্যবহারকারী/উপকারভোগী এ বিষয়ে প্রত্যয়ন প্রদান করেছেন বিধায় জামানত হিসেবে জমাকৃত টাকা ফেরত দেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ উপরোল্লিখিত ০৩(তিন) টি প্রকল্পের বিরপরীতে জামানত হিসেবে জমাকৃত টাকা ফেরত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-১৯ ঃ ঢাকা সেনানিবাসস্থ স্টাফ রোড, সিএমএইচ এবং সেনাসদরের সামনের রাস্তার উভয় পার্শ্বে রোপণের জন্য ২৭ (সাতাশ) প্যাকেট (১০০০ বীজ) ইনকা গাদা ফুলের বীজ ক্রয় প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাসস্থ স্টাফরোড, সিএমএইচ এবং সেনাসদরের সামনের রাস্তার উভয় পার্শ্বে রোপণের জন্য ২৭ (সাতাশ) প্যাকেট (১০০০ বীজের) ইনকা গাদা ফুলের বীজ সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র আহ্বান করা হলে গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ ইং তারিখে ০৩ (তিন) টি দরপত্র পাওয়া যায়। তারমধ্যে কুষ্টিয়া সীড স্টোর, প্লট নং- ৭, ব্লক-এ, সেকশন-১১ মিরপুর ঢাকা কর্তৃক প্রতি প্যাকেট ফুলের বীজের জন্য ৭,২০০/-(সাত হাজার দুইশত) টাকা হিসাবে, ১,৯৪,৪০০/- (এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার চারশত) টাকার সর্বনিম্ন দর দাখিল করা হয়। উক্ত সর্বনিম্নদর অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কুষ্টিয়া সীড স্টোর কর্তৃক প্রদত্ত ১,৯৪,৪০০/- (এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার চারশত) টাকার সর্বনিম্ন দরটি অনুমোদন করা হলো। আর্মি কঞ্জারভেন্সী খাত হতে ব্যয় নির্বাহ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক।

চলমান পাতা-১২

আলোচ্যসূচী-২০ ঃ ঢাকা সেনানিবাসের রাস্তার পার্শ্বে রোপণের জন্য ০৩(তিন) প্যাকেট ইনকা ফুলের বীজ এবং ৬০ (ষাট) প্যাকেট সালভিয়া (১০০০ বীজের) ফুলের বীজ ক্রয় প্রসংগে।

আলোচনা ঃ ঢাকা সেনানিবাসের রাস্তার পার্শ্বে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রোপণের জন্য ০৩ (তিন) প্যাকেট ইনকাগাদা এবং ৬০ (ষাট) প্যাকেট সালভিয়া (১০০০ বীজের) ফুলের বীজ সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র আহবান করা হলে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ ইং তারিখে ০৩ (তিন) টি দরপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কুষ্টিয়া সীড স্টোর, প্লট নং - ৭, ব্লক-এ,সেকশন-১১ মিরপুর ঢাকা কর্তৃক ইনকা ফুলের প্রতি প্যাকেট বীজের জন্য ৭,২০০/- (সাত হাজার দুইশত) টাকা হিসাবে ০৩ (তিন) প্যাকেট ইনকা ফুলের বীজের জন্য ২১,৬০০/-(একুশ হাজার ছয়শত) টাকা এবং ৬০ (ষাট) প্যাকেট সালভিয়া ফুলের বীজের জন্য প্রতি প্যাকেট ২,৮০০/- (দুই হাজার আটশত) টাকা হিসাবে ১,৬৮,০০০/- (এক লক্ষ আটষট্টি হাজার) টাকাসহ মোট ১,৮৯,৬০০/- (এক লক্ষ উননব্বই হাজার ছয়শত) টাকার সর্বনিম্ন দর দাখিল করা হয়। উক্ত সর্বনিম্ন দর অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ঢাকা সেনানিবাসের রাস্তার পার্শ্বে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রোপণের জন্য ০৩ (তিন) প্যাকেট ইনকাগাদা এবং ৬০ (ষাট) প্যাকেট সালভিয়া (১০০০ বীজের) ফুলের বীজ সরবরাহের নিমিত্তে কুষ্টিয়া সীড স্টোর কর্তৃক প্রদত্ত ১,৮৯,৬০০/- (এক লক্ষ উননব্বই হাজার ছয়শত) টাকার সর্বনিম্ন দরটি অনুমোদন করা হলো। আর্মি কঞ্জারভেন্সী খাত হতে ব্যয় নির্বাহ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক।

আলোচ্যসূচী-২১ ঃ ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় ঘাস কাটার জন্য ইয়ার্ডম্যান গাড়ী মেরামত প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় নিয়মিতভাবে ঘাস কাটার জন্য ১৯৯০-৯১ সালে একটি ইয়ার্ড ম্যান ঘাস কাটার গাড়ী ক্রয় করা হয়েছিল। গাড়ীটি বর্তমানে অচল অবস্থায় গ্যারেজে সংরক্ষিত আছে। উক্ত ঘাস কাটার মেশিনটি মেরামতের জন্য বোর্ডের মেকানিক কর্তৃক ৯২,৬০০/- (বিরানব্বই হাজার ছয়শত) টাকার মূল্যানুমান দাখিল করা হয়েছে। ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় নিয়মিত ঘাস কাটার জন্য উক্ত মেশিনটি মেরামত করা প্রয়োজন বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ইয়ার্ডম্যান ঘাস কাটার গাড়ীটি মেরামতের জন্য ৯২,৬০০/- (বিরানব্বই হাজার ছয়শত) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। আর্মি কঞ্জারভেন্সী খাত হতে ব্যয় নির্বাহ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক।

আলোচ্যসূচী-২২ ঃ পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন এবং ঈদ পুনর্মিলনী উপলক্ষে ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা প্রদানের বিষয়ে বারিধারা ডিওএইচএস পরিষদর এর ০১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখের পত্র প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। আলোচনায় জানা যায় যে, বারিধারা ডিওএইচএস পরিষদ এর ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ ইং তারিখের ডিওএইচএস-বা/১১০/ এ্যাডমিন পত্রের মাধ্যমে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন ও ঈদ পুনর্মিলনী উপলক্ষে ৮০,০০০/-(আশি হাজার) টাকা অনুদান চাওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টি আগমী বছর বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তাব করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

চলমান পাতা-১৩

আলোচ্যসূচী-২৩ ঃ সেনা সহায়ক স্কুলে মাসিক ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা বরাদ্দের বিষয়ে সেনাসদর, কিউএমজি শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখের ৩৯১৭/৩৭/ ডিওএইচএস/ এমকিউ-২ নং পত্রের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, সেনা সহায়ক স্কুলে মাসিক ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদানের জন্য সেনাসদর, কিউএমজি শাখা এমএন্ডকিউ পরিদপ্তরের উপরোল্লিখত পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড যেহেতু একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান তাই এ ক্ষেত্রে চাহিত অনুদান বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সেনা সহায়ক স্কুলের জন্য মাসিক ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

আলোচ্যসূচী-২৪ ঃ সেনাপল্লী হাই স্কুলের জুনিয়র শিক্ষিকা বেগম আয়েশা খাতুন এর চাকুরী স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ০১ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখের ১৬/এমএলএন্ডসি/ইডিএন/৮-৩/২১০ নং পত্র প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত সেনাপল্লী হাই স্কুলের জুনিয়র শিক্ষিকা বেগম আয়েশা খাতুন গত ২১ জুলাই, ১৯৭৬ তারিখ হতে অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জুনিয়র শিক্ষিকা হিসেবে গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ১৯ মার্চ, ১৯৮২ তারিখের ২/এমএলএন্ডসি/জেনারেল/৫৫-বি-২/৪৮ নং পত্রের মাধ্যমে তাকে অত্র দপ্তর পরিচালিত সেনাপল্লী হাই স্কুল, ঢাকা সেনানিবাসে একই বেতন স্কেলে এবং সমপদে বদলী করা হয়। তাকে সিএনএড প্রশিক্ষন গ্রহণের জন্য অত্র দপ্তর কর্তৃক একাধিকবার নির্দেশ প্রদান করা হলেও তিনি বিভিন্ন কারণে সিএনএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে সিএনএড প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করলে তা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয় এবং তাকে ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য মনোনীত করা হয়। অতঃপর তাকে ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি সিএনএড প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ হতে পারেননি বিধায় অদ্যাবধি চাকুরীতে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেননি। এ বিষয়টি অত্র দপ্তরের ০৬ জুলাই, ২০০৮ তারিখে ঢাক্যাবো/বেঃনঃ/বেঃআঃখাঃ/ ১৫০ নং পত্রের মাধ্যমে সাভূসে অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। এপ্রেক্ষিতে সাভূসে অধিদপ্তরের ০১ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখের ১৬/এমএলএন্ডসি/ইডিএন/৮-৩/২১০ নং পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জুনিয়র শিক্ষিকার চাকরি বহি, নিয়োগপত্র, পুলিশ ভেরিফিকেশন, বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসহ মতামত প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। বিষয়টির উপর সার্বিক পর্যালোচনায় সংশ্লিষ্ট জুনিয়র শিক্ষিকার দীর্ঘ চাকুরী জীবন এবং মানবিক দিক বিবেচনা করে তাঁর চাকুরী স্থায়ী করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ মানবিক কারণে বিশেষ বিবেচনায় সেনাপল্লী হাই স্কুলের জুনিয়র শিক্ষিকা বেগম আয়েশা খাতুন এর চাকুরী স্থায়ীকরণের প্রস্তাব অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে ভবিষ্যতে এটি কোন উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

চলমান পাতা-১৪

আলোচ্যসূচী-২৫ ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ইজারাকৃত শপ প্লটসমূহের ইজারা নবায়নের জন্য প্রিমিয়াম নির্ধারণ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, গত ৩০ আগস্ট, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-৩৭-বিবিধ(৯) এর মাধ্যমে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৯৩ নং শপ প্লটের ইজারা নবায়নের বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ১৯৩৭ সনের সিএলএ রুল্‌স এর ২৮(১) ধারার আলোকে সিডিউল-৮ অনুযায়ী সম্পাদিত লীজ দলিলের অনুচ্ছেদ ৮ এর উপ অনুচ্ছেদ ৩ এর ভিত্তিতে বার্ষিক খাজনার ৫০% বৃদ্ধি পূর্বক পরবর্তী ৩০ বছরের জন্য ইজারা নবায়ন করার বিধান রয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৯৩ নং শপ প্লট কত টাকা প্রিমিয়ামে, কোন সালে, কার নিকট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল, উক্ত জমির সম্ভাব্য বর্তমান বাজার মূল্য (কাঠা প্রতি) এবং প্রিমিয়াম নির্ধারণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কোন দিক্ নির্দেশনা আছে কি না – এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদিসহ বিষয়টি বাগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা হোক।

আলোচ্যসূচী-২৬ ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীতে অননুমোদিতভাবে নির্মিত স্যুইমিং পুল নিয়মিতকরণ সংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪ নং প্লটে অনুমোদিত নকশা বহির্ভুতভাবে একটি ছোট সাইজের স্যুইমিং পুল নির্মাণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সনাসদর, কিউএমজি শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তরের মতামত চাওয়া হলে ১৯ আগস্ট, ২০০৯ তারিখের ৩৯১৭/৯/ডিওএইচএস/এমকিউ-২ নং পত্রের মাধ্যমে প্রচলিত হারে জরিমানা ধার্য করে নিয়মিত করার বিষয়ে মত প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে সভায় আলোচনাক্রমে মত প্রকাশ করা হয় যে, যেহেতু ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকায় পানির বিল মিটার এর পরিবর্তে ফ্ল্যাট হিসেবে আদায় করা হয় সেহেতু বর্তমানে আদায়কৃত বিলের ০৪(চার) গুণ হারে মাসিক পানির বিল আদায় করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪ নং বাড়ী অনুমোদিত নকশা বহির্ভুতভাবে নির্মিত স্যুইমিং পুলটি প্রচলিত হারে জরিমানা আদায় করে নিয়মিত করাসহ স্যুইমিং পুলের অতিরিক্ত পানির জন্য ৪টি ফ্ল্যাটের সমপরিমাণ পানির বিল আদায় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-২৭ ঃ সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নামে বরাদ্দকৃত স্টাফ কোয়ার্টারের ভাড়া পুনঃ নির্ধারণ সংক্রান্ত সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখের ১/এমএলএন্ডসি/ইএসটিটি/ ২০-৩/শা-২/১২০ নং পত্র প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নামে বরাদ্দকৃত বাসাগুলো কম/বেশী ৪০০ বর্গফুটের। কিন্তু তাদের প্রাধিকার অনুযায়ী তারা কমপক্ষে ৬০০ বর্গফুট আয়তনের বাসা প্রাপ্য। সে হিসেবে তাদের বেতন বিল হতে বাড়ী ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত ভাতা কর্তন করা সমীচীন নয় মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৯৭ নং বাসার ৮টি ইউনিটের বাসা ভাড়া সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ প্রাপ্তদের বাড়ী ভাতার ৬০% হারে বাসা ভাড়া আদায় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সাথে সাথে ভাড়ার হারও পরিবর্তিত হবে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

চলমান পাতা-১৫

২৮বিবিধ(১) ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিনিয়র কঞ্জারভেন্সী অফিসার, রেভিনিউ অফিসার, সহকারী সচিব ও হিসাব রক্ষণ অফিসারের বেতন স্কেল ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর বেতন স্কেলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসহ দেশের অন্যান্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহ সিটি কর্পোরেশন এর ন্যায় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে সামরিক-বেসামরিক জনগণকে নাগরিক সুবিধাদি প্রদান করে থাকে। দিনে দিনে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কর্মপরিধি অনেক বৃদ্ধি পেলেও বোর্ডের জনবল পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি করা হয়নি। এছাড়াও বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন কাঠামো সিটি কর্পোরেশন এর চেয়ে কম। সে প্রেক্ষিতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিনিয়র কঞ্জারভেন্সী অফিসার, রেভিনিউ অফিসার, সহকারী সচিব ও হিসাব রক্ষণ অফিসার তাঁদের বেতন স্কেল ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর অনুরূপ পদ মর্যাদার কর্মকর্তাদের ন্যায় জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ অনুসারে প্রদত্ত ১১,০০০-১৭৬৫০/- টাকার সমান স্কেল পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে তাঁদের আবেদিত বেতন স্কেল প্রদান যৌক্তিক বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টি উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিনিয়র কঞ্জারভেন্সী অফিসার, রেভিনিউ অফিসার, সহকারী সচিব ও হিসাব রক্ষণ অফিসার এর বেতন স্কেল ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর অনুরূপ পদ মর্যাদার কর্মকর্তাদের ন্যায় জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ অনুসারে ১১,০০০-১৭৬৫০/- টাকা নির্ধারণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

২৮ বিবিধ (২) ঃ মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ৩৯০ নং বাড়ীর ০৬(ছয়) তলার ছাদের উপর অননুমোদিত নির্মাণ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, উক্ত মহাখালী ডিওএইচএস এর ৩৯০ নং বাড়ীটি (১) মেজর (অবঃ) কাজী আবুল ফরিদ (২) মেজর (অবঃ) মোঃ রেজাউল ইসলাম (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) (৩) মেজর (অবঃ) নিয়াজুর রহিম এবং (৪) মেজর (অবঃ) এ কে এম জাহাঙ্গীর আলম (বর্তমানে কর্নেল) এর নামে যৌথ প্লট হিসাবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে নকশা অনুযায়ী ০৬(ছয়) তলা বাড়ী নির্মিত হয়েছে। নকশা বহির্ভূতভাবে ০৪(চার) জন প্লট বরাদ্দলাভকারীর মধ্যে লেঃ কর্নেল (অবঃ) রেজাউল ইসলাম নকশা ০৬(ছয়) তলার উপর ৭১৭.৭৫ বঃফুঃ রুম নির্মাণ করে ভাড়া দিয়েছেন। এ অননুমোদিত নির্মাণ অপসারণের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে যথারীতি পত্র দেয়া হয়েছে। পত্র প্রাপ্তির পর ০৩(তিন) জন অফিসার (১) মেজর (অবঃ) কাজী আবুল ফরিদ (২) মেজর (অবঃ) নিয়াজুর রহিম এবং (৩) কর্নেল (অবঃ) এ কে এম জাহাঙ্গীর আলম উক্ত বাড়ীর ০৬(ছয়) তলার উপর অননুমোদিত নির্মাণ ভেঙ্গে অপসারণ করার জন্য অনুরোধ জানান। তৎপ্রেক্ষিতে তাঁকে পুনরায় নোটিশ প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি তা অপসারণ করা হয়নি। বিষয়টির উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে উক্ত অননুমোদিত নির্মাণ জরুরী ভিত্তিতে অপসারণ করার কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ৩৯০ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ০৬(ছয়) তলার উপর অননুমোদিত নির্মাণ অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

চলমান পাতা-১৬

২৭ বিবিধ (৩) ঃ ইস্টার্ণ ব্যাংক লিঃ কর্তৃক এটিএম বুথ স্থাপন প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাসের নিম্নেবর্ণিত ০৫ টি স্থানে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিঃ কর্তৃক এটিএম বুথ স্থাপনের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে ঃ-

(ক) ডিওএইচএস বনানী - ০১ টি
(খ) ডিওএইচএস মহাখালী - ০১ টি
(গ) ফিলিপস্ ফ্যাক্টরীর দক্ষিণ পার্শ্বে অর্থাৎ
• মহাখালী সদর রোডে ক্যান্টঃ বোর্ডের বাণিজ্যিক এক পার্শ্বে - ০১ টি
(ঘ) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে - ০১ টি
(ঙ) ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের পার্শ্বে - ০১ টি।

বিষয়টির উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনায় এ মর্মে মত প্রকাশ করা হয় যে, যেহেতু ক্যান্টনমেন্ট এবং ডিওএইচএসসমূহে বসবাসকারী অধিকাংশ বাসিন্দাদের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট ট্রাস্ট ব্যাংকের সাথে সেহেতু এটিএম বুথ স্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে ট্রাস্ট ব্যাংক-কে প্রস্তাব প্রদান করা যেতে পারে। ট্রাস্ট ব্যাংক রাজি না হলে ইস্টার্ণ ব্যাংক এর আবেদন বিবেচনা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ট্রাস্ট ব্যাংক-কে সেনানিবাসের উল্লেখযোগ্য স্থানে এটিএম বুথ স্থাপনের জন্য প্রস্তাব প্রদান করা হোক। ট্রাস্ট ব্যাংক সম্মত না থাকলে ইস্টার্ণ ব্যাংক এর প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে।

২৮ বিবিধ (৪) ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের Responsive Tender অনুমোদন প্রসংগে ঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদিত মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস, ২০০৭ মোতাবেক	Responsive Tenderer	উদ্ধৃত্ত দর	মন্তব্য
(১)	শহীদ জাহাঙ্গীর গেইট হতে ১৩ এমপি ইউনিট পর্যন্ত ফুটপাত, আইল্যান্ড, সাইনবোর্ড, ফুলের চারী, বিউটি স্পট, টিএন্ডটি বক্স, বাস স্ট্যান্ড, জিআই পাইপের রেলিং/গ্রীল, ট্যাংক, গাছের গোড়া, পার্ক, সাইন বোর্ড এবং সিভিল এভিয়েশন হতে শহীদ জাহাঙ্গীর গেইট পর্যন্ত ডিভাইডার পেইন্টিং/চুনকামকরণ।	১,০১,৯২১/- টাকা	মেসার্স ইমেল এন্টারপ্রাইজ	১,১৪,৩৫৪/- টাকা	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত
(২)	১৩ এমপি ইউনিট হতে উত্তর দিকে স্বাধীনতা সরণির চৌরাস্তা পর্যন্ত ফুটপাত, আইল্যান্ড, সাইনবোর্ড, ফুলের চারী, টিএন্ডটি বক্স, বৈদ্যুতিক বক্স, হাজী মহসিনের সামনের বাসস্ট্যান্ড, পুরাতন আরআইএসডির বাসস্ট্যান্ড এর সামনের রাস্তা, বিউটি স্পট, জিআই পাইপের রেলিং/ গ্রীল, গাছের গোড়া, ডিভাইডার ইত্যাদি মেরামতসহ রংকরণ কাজ।	৯১,০৪৮/- টাকা	মেসার্স নির্মাণ কনস্ট্রাকশন	১,০০,৪৮৫/- টাকা	-ঐ--
(৩)	স্বাধীনতা সরণির উভয় পার্শ্বের ফুটপাত, ডিভাইডার, সাইন বোর্ড, জিআই পাইপের রেলিং/গ্রীল, রজনীগন্ধা এমপি চেকপোস্ট ও বাজারের দক্ষিণ পার্শ্বের গ্রীল, বাউন্ডারী ওয়াল, জনতা ব্যাংকের বাহির সাইড ইত্যাদি মেরামত/রংকরণসহ সাইন বোর্ড লেখার কাজ।	১,২৮,০৫০/- টাকা	মেসার্স এম এস বিজনেস এন্ড কন্ট্রাক্ট	১,৪১,৪১২/- টাকা	-ঐ-
(৪)	শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজের নিকটস্থ চৌরাস্তা হতে উত্তর দিকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিস পর্যন্ত ফুটপাত, আইল্যান্ড, এয়ার হাউসের নিকটস্থ পার্ক, জিআই পাইপের রেলিং, ডিভাইডার, টিএন্ডটি বক্স, গাছের গোড়া ইত্যাদি মেরামতসহ রংকরণ।	৮৭,০০৬/- টাকা	মেসার্স আমিন ব্রাদার্স	৯৫,৩৪৮/- টাকা	-ঐ-
(৫)	শিখা অনির্বাণের সম্মুখের ফুটপাত, গ্রীল, ঈদগাহ মাঠের গ্রীল, কেন্দ্রীয় মসজিদের সম্মুখের বাহির পার্শ্ব, গম্বুজ ও ওভারহেড ট্যাংক, গোলাপ বাগানের গ্রীল ইত্যাদি মেরামত ও রংকরণ।	৭৩,৩৬৯/- টাকা	দি মুন এন্টারপ্রাইজ	৮০,৯৫৭/- টাকা	-ঐ-

চলমান পাতা-১৭

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদিত মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস, ২০০৭ মোতাবেক	Responsive Tenderer	উদ্ধৃত্ত দর	মন্তব্য
(৬)	পোস্ট অফিস হতে সেনাকুঞ্জ পর্যন্ত ফুটপাত, আইল্যান্ড, সাইন বোর্ড, ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতাল ও পুরাতন পেট্রোল পাম্পের বাউন্ডারী ওয়াল, ফুলের ড্রাম/চারী, টিএন্ডটি বক্স, গ্যারিসনের সামনের বাসস্ট্যান্ড, বিউটি স্পট, গ্রীল, গাছের গোড়া ও সাইন বোর্ড মেরামতসহ রংকরণ কাজ।	১,০৬,০৮৪/- টাকা	মেসার্স জি এম ট্রেডার্স	১,১৬,৭১৫/- টাকা	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত
(৭)	সেনাকুঞ্জ হতে স্টাফ রোড পর্যন্ত ফুটপাত, আইল্যান্ড, সাইন বোর্ড, পার্ক, বৈদ্যুতিক পোল, ফুলের চারী, টিএন্ডটি বক্স, বিউটি স্পট ও ছাতা মেরামত, গাছের গোড়া ইত্যাদি মেরামতসহ রংকরণ।	৫৪,৪৩৮/- টাকা	মেসার্স গাজী এন্ড ব্রাদার্স	৫৯,৮৮২/- টাকা	-ঐ-
(৮)	স্টাফ রোড হতে পূর্ব দিকে সমুন্নত স্বাধীনতা গেইট পর্যন্ত ফুটপাত, আইল্যান্ড, সাইন বোর্ড, পার্ক, ফুলের চারী, টিএন্ডটি বক্স, বিউটি স্পট, সমুন্নত স্বাধীনতা গেইট, গ্রীল, গাছের গোড়া ইত্যাদি মেরামতসহ ট্যাংক, কামান রংকরণ।	৬৮,৪৯৫/- টাকা	মেসার্স এম এস বিজনেস এন্ড কন্ট্রাক্ট	৭৫,১১৯/- টাকা	-ঐ-
(৯)	স্টাফ রোড হতে সিএমএইচ পর্যন্ত ফুটপাত, আইল্যান্ড, সাইন বোর্ড, পার্ক, ফুলের চারী, টিএন্ডটি বক্স, বিউটি স্পট, জিআই পাইপের রেলিং/গ্রীল, গাছের গোড়া ইত্যাদি মেরামতসহ রংকরণ কাজ।	৩১,৭৮৯/- টাকা	মেসার্স সিফাত এন্টারপ্রাইজ	৩৪,৬৮০/- টাকা	-ঐ-
(১০)	সিএমএইচ হতে সিগন্যাল গেইট পর্যন্ত সাইনবোর্ড, ফুলের চারী, টিএন্ডটি বক্স,ফুটপাতের স্ল্যাব, গাছের গোড়া, সাইন বোর্ড ইত্যাদি মেরামতসহ রংকরণ কাজ।	৫৯,৭৪০/- টাকা	মেসার্স হাবিব এন্ড সন্স	৬৫,২৫৯/- টাকা	-ঐ-
(১১)	শহীদ সরণি ও স্বাধীনতা সরণিতে মেশিনের সাহায্যে রোড মার্কিংকরণ।	১,৪২,৫৭১/- টাকা	মেসার্স আর এস এন্টারপ্রাইজ	১,৫৬,৫৪৩/-	-ঐ-
(১২)	শহীদ সরণিস্থ শহীদ জাহাঙ্গীর গেইট হতে শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ চৌরাস্তা পর্যন্ত এবং স্বাধীনতা সরণির উভয় পার্শ্বের নিরপত্তা বাতির পোল (ব্র্যাকেট ও শেডসহ), সিগন্যাল পোল রংকরণ এবং বৈদ্যুতিক স্যুইচ বোর্ড পেইন্টিংকরণ।	৫৪,৮৫৫/- টাকা	মেসার্স আসফিন এন্টারপ্রাইজ	৬০,৩১৪/- টাকা	-ঐ-
(১৩)	শহীদ সরণিস্থ শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ চৌরাস্তা হতে সিগন্যাল গেইট পর্যন্ত নিরপত্তা বাতির পোল (ব্র্যাকেট ও শেডসহ) এবং সিগন্যাল পোল পেইন্টিংকরণ।	৫৭,৬০৩/- টাকা	মেসার্স এস আলম এন্টারপ্রাইজ	৬৩,৯৭৬/- টাকা	-ঐ-
(১৪)	শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজের পশ্চিম প্রান্ত হতে উত্তর দিকে সিএমএইচ পর্যন্ত শহীদ সরণির ফুটপাত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	৩৭,৪৬৪/- টাকা	মেসার্স নয়ন এন্টারপ্রাইজ	৪০,৮৩৫/- টাকা	-ঐ-
(১৫)	মুসলিম মডার্ণ একাডেমীর পূর্ব পার্শ্বে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 'এ' টাইপ কোয়ার্টারের সম্মুখের রাস্তা ধ্বসে যাওয়ায় ৪ -ও´ ব্যাসের আরসিসি পাইপ পুনঃস্থাপন ও পুরাতন স্যুয়ারেজ লাইন পরিষ্কারকরণ।	১,৪৭,৭৪০/- টাকা	মেসার্স একটিভ এন্টারপ্রাইজ	১,৬৯,৭৬১/- টাকা	-ঐ-
(১৬)	শহীদ সরণির ফুটপাতে স্ল্যাব, সেনাকুঞ্জের সম্মুখে ডিভাইডার নির্মাণ ও বনানী এমপি চেকপোস্টের সামনে ব্যারিয়ার, রেলিং, ডিভাইডার, স্পীড ব্রেকার ইত্যাদি রং চুন কাজ।	৪৯,৯৪৬/- টাকা	মেসার্স হাবিব এন্ড সন্স	৫৪,৬৫৬/- টাকা	-ঐ-

চলমান পাতা-১৮

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদিত মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস, ২০০৭ মোতাবেক	Responsive Tenderer	উদ্ধৃত দর	মন্তব্য
(১৭)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫ নং রোডের পশ্চিম পার্শ্বে ৩৭/এ নং প্লটের পিছনে ৩য় গভীর নলকূপের পানির লেয়ার নিচে নেমে যাওয়ায় ৬" ডায়া কলাম পাইপ সংযুক্তকরণ।	১,৩৬,১৪৩/- টাকা	মেসার্স মনির এন্ড কোং	১,৩৬,০৮২/- টাকা	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
(১৮)	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম দিকে মিরপুর ১৪ নং সেকশনের সংযোগ সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের খালি জায়গায় ৬তলা ভিতের ৪তলা পর্যন্ত ৪ × ৪ = ১৬ (ষোল)টি দোকান নির্মাণ কাজ।	৪৯,১৩,৬০০/- টাকা	মেসার্স ঢাকা কনস্ট্রাকশন	৬০,৩০,১২৮/- টাকা	দোকান বরাদ্দের সালামী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হতে

আলোচনা ঃ TEC (Tender Evaluation Committee) কর্তৃক উপরোক্ত কাজগুলির Responsive Tender যাচাই বাছাই করে ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত দরগুলি অনুমোদন করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ উপরোক্ত কাজগুলির বিপরীতে নিম্নোক্তভাবে অনুমোদন করা হলো। ক্রমিক নং-১ হতে ১৭ পর্যন্ত ১৭টি মেরামত কাজের জন্য বাজেটে বরাদ্দসহ ব্যয়ের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে বিধায় কার্যাদেশ প্রদান করা হোক। ক্রমিকনং ১৮ এর কাজটির জন্য ব্যয়ের অনুমোদন পাওয়ার লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় কাগজাদি প্রেরণ করা হোক ঃ-

ক্রমিক নং	অনুমোদিত দর	মন্তব্য	ক্রমিক নং	অনুমোদিত দর	মন্তব্য
১	১,১৪,৩৫৪/- টাকা		১১	৬৫,২৫৯/- টাকা	
২	১,০০,৪৮৫/- টাকা		১২	১,৫৬,৫৪৩/-	
৩	১,৪১,৪১২/- টাকা		১৩	৬০,৩১৪/- টাকা	
৪	৯৫,৩৪৮/- টাকা		১৩	৬৩,৯৭৬/- টাকা	
৫	৮০,৯৫৭/- টাকা		১৪	৪০,৮৩৫/- টাকা	
৬	১,১৬,৭১৫/- টাকা		১৫	১,৬৯,৭৬১/- টাকা	
৭	৫৯,৮৮২/- টাকা		১৬	৫৪,৬৫৬/- টাকা	
৮	৭৫,১১৯/- টাকা		১৭	১,৩৬,০৮২/- টাকা	
৯	৩৪,৬৮০/- টাকা		১৮	৬০,৩০,১২৮/- টাকা	

২৮ বিবিধ (৫)ঃ আসন্ন সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে Transcom Electronics Limited হতে company নির্ধারিত দরে ৫০টি Ignitor SN-58 for high pressure sodium 250W lamp এবং ১০টি Philips Ballast BSN-250W for high pressure sodium lamp ক্রয়করণ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, আসন্ন সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসের বিভিন্ন স্থানের সোডিয়াম বাতি সচল করার জন্য ৫০টি Ignitor SN-58 এবং ৫০টি High pressure sodium 250w lamp এবং ১০টি Philips Ballast BSN-250w for high pressure sodium lamp ক্রয় করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত ঃ সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে Transcom Electronics Limited হতে company নির্ধারিত দরে ৫০টি Ignitor SN-58 এবং ৫০টি High pressure sodium 250W lamp এবং ১০টি Philips Ballast BSN-250W for high pressure sodium lamp ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত ব্যয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

চলমান পাতা-১৯

২৮বিবিধ (৬) ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের বিদ্যমান মুরগী জবাইখানা সম্প্রসারণের নিমিত্তে এমইএস সিডিউল অব রেইটস্, ২০০৭ অনুযায়ী ৪১,১৪৬/- (এক চল্লিশ একশত ছেচল্লিশ) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে ৭-৯×৩-৯ বর্গফুট বিশিষ্ট ১৬ টি মুরগী জবাই খানা ২০০৫ সালে ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা সালামী গ্রহণ পূর্বক ৩ বছর মেয়াদে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ইতিমধ্যে উক্ত দোকানসমূহ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের উত্তর পার্শ্বে নব-নির্মিত মুরগীসেডে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু স্থান সংকুলান না হওয়ায় দরুন জবাইখানার সকল দোকানকে বসানো সম্ভব হয় নাই। মেয়াদ উত্তীর্ণের পর ২০০৯ সনে ২৫,০০০/- টাকা সালামী গ্রহন পূর্বক পুনরায় ০৩ বছর মেয়াদে দোকান বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। নব নির্মিত মুরগী সেডের উত্তর পার্শ্বে সংযুক্ত নকশায় প্রদর্শিত ১০×৮ জায়গা বৃদ্ধি করে সেড নির্মাণ করা হলে উক্ত ১৬ টি দোকানকে বসানো সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের বিদ্যমান মুরগী জবাইখানা সম্প্রসারণের নিমিত্তে এমইএস সিডিউল অব রেইটস্, ২০০৭ অনুযায়ী ৪১,১৪৬/- (এক চল্লিশ একশত ছেচল্লিশ) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো।

২৮বিবিধ (৭) ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের 'এ' ব্লকের ২৩টি, 'বি' ব্লকের ৬টি ও 'সি' ব্লকের ২৩টিসহ মোট ৫২টি ১০(দশ) বছর মেয়াদী দোকানের মেয়াদোত্তীর্ণের প্রেক্ষিতে পরবর্তী মেয়াদে পুনঃ বরাদ্দ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের 'এ' ব্লকের ২৩টি, 'বি' ব্লকের ৬টি ও 'সি' ব্লকের ২৩টিসহ মোট ৫২টি ১০(দশ) বছর মেয়াদী দোকানের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। উক্ত দোকানগুলি পরবর্তী মেয়াদে পুনঃ বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট বরাদ্দলাভকারীগণ আবেদন করেছেন। আলোচনাক্রমে উল্লেখ করা হয় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে একটি আধুনিক শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বিধায় উক্ত দোকান গুলি ১০(দশ) বছরের পরিবর্তে নির্ধারিত সালামীতে ০৩(তিন) বছরের জন্য পুনঃ বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ আলোচ্য দোকানগুলি ০৩(তিন) বছরের জন্য ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা সালামী-তে পুনঃ বরাদ্দ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২৮ বিবিধ (৮) ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার সাবেক শহীদ সাত্তার মার্কেটের ০৭ নং দোকানের বিষয়ে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ০৫ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখের ৭/এমএলএন্ডসি/ঢাকা/১০-১৯/২০৬ নং পত্র প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতাল (সাবেক শহীদ সাত্তার মার্কেট) এর ৭নং দোকানটি (ইতোপূর্বে শহীদ সাত্তার মার্কেটের ৮/৯ নং দোকান) জনাব মোঃ নিয়ামত উল্লাহ সাবুর ০৩/১০/১৯৭৮ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ২৩/১০/১৯৭৮ তারিখের সিবিডি/জেনারেল/১০৫/৪/৫২ নং পত্রে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা প্রিমিয়াম এবং মাসিক ২০০/-(দুইশত) টাকা ভাড়ায় ৫(পাঁচ) বছরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় এবং উক্ত দোকানে তিনি মেসার্স নিউ এলিগ্যান্ট নামক টেইলারিং ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তীতে উক্ত শহীদ সাত্তার মার্কেট ভেঙ্গে সেখানে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ করা হয় এবং উক্ত হাসপাতালের নিচে

চলমান পাতা-২০

৭(সাত)টি দোকান নির্মাণ করা হয়। নির্মিত ৭নং দোকানটিতে অত্র দপ্তরের ২৪/৮/২০০৪ তারিখের ঢাক্যাবো/জেনারেল/১০৫/৭/১৭২ নং পত্রের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে এলিগ্যান্ট টেইলার্স দোকানটি স্থানান্তর করা হয়। জনাব মোঃ নিয়ামত উল্লাহ সাবুর তারিখ বিহীন এক আবেদনে দেখা যায় তিনি সংশ্লিষ্ট দোকানটি বেগম সৈয়দা নাসিমা আক্তার, পিতা-মরহুম ডাঃ সৈয়দ আবু আক্তার ফজলে রব এর নিকট বিক্রয় করেন এবং ক্রেতা বেগম সৈয়দা নাসিমা আক্তারের নামে নামজারীর জন্য অনুরোধ জানান। সম্পূর্ন অস্থায়ীভাবে বরাদ্দকৃত ০১(এক) বছর মেয়াদী দোকানটি বে-আইনীভাবে হস্তান্তরের জন্য অত্র দপ্তরের ০৪/১০/২০০৪ তারিখের ঢাক্যাবো/জেনারেল/১০৫/৭/২০৪ নং পত্রের মাধ্যমে বরাদ্দলাভকারীকে অত্র দপ্তরে উপস্থিত হয়ে শুনানী প্রদানের জন্য বলা হয়। কিন্তু বরাদ্দলাভকারী দেশের বাহিরে থাকায় শুনানীতে উপস্থিত হতে পারেননি। গত ৩০/৭/২০০৮ তারিখের বোর্ডসভার ৮নং সিদ্ধান্তে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের ৭নং দোকানটির বরাদ্দ বাতিল করা হয় এবং অত্র দপ্তরের ২০/৮/২০০৮ তারিখের ঢাক্যাবো/শঃসামাঃ/দোঃনং-৭/৫২ নং পত্রে দোকানটি বোর্ডের নিকট বুঝিয়ে দেয়ার জন্য বরাদ্দলাভকারীকে পত্র দেয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দোকানটি ২৫/৮/২০০৮ তারিখে বোর্ডের নিয়ন্ত্রনে আনা হয়। অতঃপর উক্ত দোকানটি অত্র দপ্তরের সাবেক কঞ্জারভেন্সী অফিসার জনাব কাজী আব্দুল ওয়াহেদ এর ২৭/৮/২০০৮ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩১/৮/২০০৮ তারিখে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা এর অনুমোদিত কার্যবৃত্তের আলোকে অত্র দপ্তরের ০২/৯/২০০৮ তারিখের ঢাক্যাবো/শঃসাঃমাঃ/দোঃনং-৭/০৩ নং পত্রের মাধ্যমে মাসিক প্রতি বর্গফুট ১২/-(বার) টাকা ভাড়ায় সম্পূর্ন অস্থায়ী ভিত্তিতে ০১(এক) বছরের জন্য কাজী আব্দুল ওয়াহেদ এর নামে ইজারা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯/১০/২০০৮ তারিখের বোর্ড সভার ৩১ নং সিদ্ধান্তে উক্ত বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে,উক্ত বরাদ্দের মেয়াদ গত ৩১/০৮/২০০৯ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। সরেজমিনে জানা যায় যে, বর্তমানে উক্ত দোকানটি জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক এর নিকট মাসিক ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা হারে ভাড়া দেয়া হয়েছে। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় সৈয়দা নাসিমা আক্তার, স্বামী-ড. মুন্সী শাহজাহান (এ্যাডভোকেট) উক্ত দোকানের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে ৬৭৮১/০৮ নং রীট মামলা দায়ের করেছেন এবং উল্লেখিত মামলায় সংশ্লিষ্ট দোকানের উপর ০১/৯/২০০৯ তারিখ হতে পরবর্তী ৬(ছয়) মাসের জন্য মহামান্য আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ জারী করা হয়েছে। সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতাল মার্কেটে ৭নং দোকানটি বরাদ্দের বিষয়ে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর ২৩/১২/২০০৮ তারিখের ৭/এমএলএন্ডসি/ঢাকা/১০-১৯/৯৪ নং পত্রে দোকান বরাদ্দ বাতিল করার জন্য অত্র দপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে অত্র দপ্তর কর্তৃক কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করায় সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর কর্তৃক পুনরায় ০৫/১০/২০০৯ তারিখে ৭/এমএলএন্ডসি/ঢাকা/১০-১৯/২০৬ নং পত্রে বিষয়টির উপর কি কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে তা জানতে অত্র দপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে। মহামান্য হাই কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিষয়ে অত্র দপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতাল ভবনের নিচতলায় (সাবেক সাত্তার মার্কেট) ৭ নং দোকানের বিষয়ে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২৮ বিবিধ (৯) ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১২/বি নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীটি উত্তরাধিকারীদের নামে নামজারী প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১২/বি নং প্লটটি জনাব এসএম রহমান এর নামে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। জনাব এসএম রহমান ৩/২/২০০৩ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি (১) বেগম হায়দারী বেগম (স্ত্রী), (২) শেখ মাসুদুর রহমান(পুত্র), (৩) মিসেস হাসনা হেনা আলম(কন্যা), (৪)মিসেস হাসনা আরা আব্বাস(কন্যা), (৫) মিসেস হাসনা বানু রশিদ (কন্যা) উত্তরাধিকারীগনকে রেখে গেছেন। পরবর্তীতে উক্ত উত্তরাধিকারীগন যুগ্ন জেলা, ১ম আদালত ঢাকায় দেওয়ানী মোকদ্দমা ৩৬৮/২০০৫ দায়ের করেন যাহা আপোষ ডিক্রি হয়। এই প্রেক্ষিতে উক্ত প্লটটি নামজারীর বিষয়ে অত্র দপ্তরের আইন উপদেস্টার মতামত চাওয়া হলে উপরে উত্তরাধিকারীগণের নামে নামজারী করা যেতে পারে মর্মে মতামত প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১২/বি নং প্লটটি অবিভাজ্য অবস্থায় জনাব এসএম রহমান এর উত্তরাধিকারী (১) বেগম হায়দারী বেগম (স্ত্রী), (২) শেখ মাসুদুর রহমান(পুত্র), (৩) মিসেস হাসনা হেনা আলম (কন্যা), (৪) মিসেস হাসনা আরা আব্বাস(কন্যা), (৫) মিসেস হাসনা বানু রশিদ এর নামে যৌথভাবে নামজারী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

চলমান পাতা-

২৮ বিবিধ (১০) ঃ সম্মানিত বোর্ড সদস্য ও সভায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সম্মানী প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, বিভিন্ন সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার বোর্ডসভা ও অন্যান্য সভায় উপস্থিত সদস্যদের সম্মানী দেয়ার প্রথা থাকলেও ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের কোন সম্মানী প্রদান করা হয় না। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বোর্ডসভায় সদস্যদের উপস্থিতি এবং বোর্ড কার্যক্রম ও সেনানিবাসের উন্নয়নে কার্যক্রর ভূমিকা পালন করার জন্য সম্মানী প্রদান করা যেতে পারে। কারণ এ ধরনের অনেক বোর্ড ও সংস্থা সদস্যদেরকে সভায় উপস্থিত ও কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের জন্য সম্মানী দিয়ে থাকে।

সিদ্ধান্ত ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বোর্ডসভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যকে জুলাই, ২০০৯ মাস থেকে প্রতি সভার জন্য ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা করে সম্মানী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

২৮ বিবিধ (১১) ঃ বনানী ডিওএইচএস এর ৯২ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ০৬(ছয়) তলার উপর অননুমোদিতভাবে ডোম নির্মাণ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, বনানী ডিওএইচএস এর ৯২ নং প্লটে অনুমোদিত নকশা বহির্ভুতভাবে ৬ষ্ঠ তলার উপর সিঁড়ির উত্তর পার্শ্বে ২৫ - ০´´ × ২০ - ০´´ = ৫০০.০০ বর্গফুট এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ৩৫ - ০´´ × ২০ - ০´´ = ৭০০.০০ বর্গফুট ডোম নির্মাণ করা হয়েছে। যা অপসারণ করার জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে একাধিকবার নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি তা অপসারণ করা হয়নি। বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে উক্ত ডোম অপসারণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বনানী ডিওএইচএস এর ৯২ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ০৬(ছয়) তলার উপর অননুমোদিতভাবে নির্মিত ডোম অপসারণ করা হোক।

২৮ বিবিধ (১২) ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্তি প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, মেসার্স রত্না এন্টারপ্রাইজ, প্রধান কার্যালয়- পলিটেকনিক কলেজ রোড, যশোর, বর্তমান ঠিকানা- জ-৭৭, মধ্য বাড্ডা লিংক রোড, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করেছেন। আবেদনপত্র পর্যালোচনায় সঠিক পাওয়া গেলে অত্র বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ মেসার্স রত্না এন্টারপ্রাইজ, প্রধান কার্যালয়- পলিটেকনিক কলেজ রোড, যশোর, বর্তমান ঠিকানা- জ-৭৭, মধ্য বাড্ডা লিংক রোড, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২-কে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

অন্য কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ নাজমুছ সাদাত সেলিম)
সেক্রেটারী, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

(কর্ণেল তানভির হাসান মজুমদার)
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
স্টেশন কমান্ডার
ঢাকা সেনানিবাস।